রিসালা ইমাম সুয়ূতী (রহ)

أصول الرفق فى الحصول

রিযিক বৃদ্ধির আমল

লেখক

ইমাম সুয়ূতী (রহ)

দারুস সাআদাত

www.darussaadat.com

রিসালা ইমাম সুয়ূতী (রহ)
রিযিক বৃদ্ধির আমল

লেখক
ইমাম সুয়ূতী (রহ)

অনুবাদ
দারুস সাআদাত কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশকাল:
এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক
দারুস সাআদাত
একটি online প্রকাশনা

ইমেইল

darussaadat@yahoo.com

স্বত্ব:
দারুস সাআদাত কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য
pdf: বিনামূল্যে
মুদ্রিত কপি: মুদ্রণ ব্যয় অনুযায়ী

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের ভূমিকা ৫

প্রথম অনুচ্ছেদ

রিযিক বৃদ্ধির দুআ ও যিকির

যার রিযিকের সংকট রয়েছে ৬
প্রত্যেক সংকট থেকে উত্তরণের উপায় ৬
যে কখনো উপবাস করবে না ৬
সমৃদ্ধি দানকারী সূরা ৭
জীবন-জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে পড়লে ৭
হযরত আদম (আ) এর দুআ ৭
দারিদ্রতা এবং কবরের ভীতি ও অশান্তি থেকে যে নিরাপদ থাকবে ৮
সূরা ইখলাস এর বরকত ৯
দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য যা যথেষ্ট হবে ৯
বাকী জীবনের প্রশস্ত রিযিকের জন্য ৯
যা শত্রু থেকে রক্ষা করে এবং রিযিকের প্রাচুর্য আনে ১০
ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর দুআ ১০
জুমার নামাযের পর হযরত আনাস (রা) যে দুআ পড়তেন ১০
পুত্রের প্রতি হযরত নূহ (আ) এর শেষ ওসীয়ত ১১
যে তাসবীহ্‌র বরকতে সৃষ্টজীবের রিযিক লাভ হয় ১১
এক ব্যক্তিকে রাসূলের উপদেশ ১১
হযরত উমর (রা) এর অভাব ১২
হযরত আলী (রা) কে শেখানো দুআ ১২
হযরত ইসা (আ) তার সহচরদেকে যে দুআ শিক্ষা দিতেন ১৩
দুশ্চিন্তা ও ঋণ পরিশোধের কার্যকর উপায় ১৩
উহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণও যেভাবে পরিশোধ হবে ১৪
হযরত ফাতিমা (রা) কে শিখানো দুআ ১৪
রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে বিছানায় শুয়ে যে দুআ পড়তেন ১৫
শয়নকালে তাসবীহে ফাতেমী পাঠ করা ১৬
স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টির সাথে আশা জুড়ে দেয়ার ফল ১৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

রিযিক বৃদ্ধির আমল ও কর্ম

আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা ১৮
খাওয়ার আগে পরে হাত ধৌত করা ১৮
গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করা ১৮
পরিবার-পরিজনকে নামাযের তাকীদ করা ১৯
যে কোন সংকটে নামাযকে আঁকড়ে ধরা ১৯
তাকওয়া অবলম্বন করা ১৯
সবার সব সমস্যা সমাধানে যা যথেষ্ট ২০
যে কারনে মানুষ রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় ২০
যখন আল্লাহ সব কাজের যিম্মিাদার হয়ে যান ২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُه وَنُصَلِّ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام علا عباده اللذين اصطفى

হামদ ও সালাতের পর গ্রন্থকার ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ) নিবেদন করেন যে, আমাকে অনেক লোক নিবেদন করেছে যে, আমি ঐ সব আমল ও আযকার একটি রিসালায় একত্রিত করব যা রিযিকের প্রশস্তাবৃদ্ধি এবং দারিদ্রতা ও অনটন রোধে কার্যকর ও সুফল প্রদানকারী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত। অতএব আমি এই রিসালাটি তাদের জন্য একত্রিত করেছি যা দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম অনুচ্ছেদঃ রিযিক বৃদ্ধির দুআ ও যিকিরসমূহ।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ রিযিক বৃদ্ধির আমল ও কর্মসমূহ।

প্রথম অনুচ্ছেদ
রিযিক বৃদ্ধির দুআ ও যিকির

[রিওয়ায়াত:১]
যার রিযিকের সংকট রয়েছে

ইমাম তাবরানী আউসাতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ نِعْمَةً فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ , وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ , وَمَنْ أَبْطَأَ رِزْقُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

যাকে আল্লাহ তাআলা কোন নিয়ামত দান করেন, তার উচিত অধিক পরিমাণে আল্লাহর শোকর আদায় করা। আর যার গুনাহ বেশী, তার উচিত অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা। আর যার রিযিকের অভাব রয়েছে, তার উচিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পড়া।[১]

[রিওয়ায়াত:২]
প্রত্যেক সংকট থেকে উত্তরণের উপায়

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে ব্যক্তি ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করাকে অপরিহার্য করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন। আর এমন স্থান হতে তাকে রিযিক দান করেন যর কল্পনাও সে করে না।[২]

[রিওয়ায়াত:৩]
যে কখনো উপবাস করবে না

আবু উবায়দ তার ফাযায়িলুল কুরআনে, হারিস ইবনে উসামাহ, আবু ইয়ালা তার মুসনাদে, ইবনে মিরদুইয়া তার তাফসীরে এবং বায়হাকী শুআবুল ইমানে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

---

[1] . তাবরানী আউসাত, হাদীস:৬৫৫৫। তাবরানী সগীর, হাদীস:৯৬৫।

[2]. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস:১৫১৮। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস:৩৮১৯।

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে তাকে কখনো উপবাস থাকতে হবে না বা দারিদ্রতা তাকে স্পর্শ করবে না।[৩]

[রিওয়ায়াত:৪]

সমৃদ্ধি দানকারী সূরা

ইবনে মিরদুইয়া তার তাফসীরে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

سُورَةَ الْوَاقِعَةَ سُورَةَ الْغنى فاقرأوها وعلموها أَوْلَادكُم

সূরা ওয়াকিয়া হলো প্রশস্ততা ও সমৃদ্ধি দানকারী সূরা। অতএব তোমরা তা পাঠ কর এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততীদেরকেও তা শিক্ষা দাও।[৪]

[রিওয়ায়াত:৫]

জীবন-জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে পড়লে

ইমাম ইবনুস সুন্নী হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- যখন তোমাদের কারো জীবন জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন সে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দুআটি পাঠ করতে তাকে কিসে বাধা দেয়-

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي، اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا قُدِّرَ لِي حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ

আমি আল্লাহর নাম নিচ্ছি আমার নিজের উপর, আমার (পরিবার) সম্পদ ও দীনের উপর। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর তুষ্ট রাখ এবং তোমার নির্ধারিত তাকদীরের মধ্যে আমার জন্য বরকত দান কর। এমনকি আমি যেন আগে না চাই যা আমার জন্য পরে নির্ধারণ রয়েছে। আর আমি যেন পরে না চাই যা আমার জন্য আগে নির্ধারণ রয়েছে।[৫]

[রিওয়ায়াত:৬]

হযরত আদম (আ) এর দুআ

ইমাম তাবরানী আউসাতে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- হযরত আদম (আ) কে যখন পৃথিবীতে অবতরণ করানো হল

[3]. মুসনাদে হারিস, হাদীস:৭২১। শুআবুল ইমান, হাদীস:২২৬৮।
[4]. তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা ওয়াকিয়া।
[5]. ইমাম ইবনুস সুন্নী (রহ), আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি, হাদীস:৩৫০।

তখন তিনি কাবার দিকে দাড়িয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। তখন আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে এই দুআ ইলহাম করেন-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي، وَعَلَانِيَتِي فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي،

وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا

كَتَبْتَ لِي، وَرَضِّنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي

হে আল্লাহ! আপনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন, সুতরাং আমার ওযর কবুল করুন। আমার হাজত ও প্রয়োজন আপনি জানেন, সুতরাং আমার প্রার্থনা কবুল করুন। অমার মনের অবস্থাও আপনি জানেন, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ইমান প্রার্থনা করি যা আমার অন্তরে বিস্তার লাভ করবে। আর এমন সত্য ইয়াকীন কামনা করি যার কারণে আমার এই অনুভূতি হয় যে, আপনি আমার তাকদীরে যা নির্ধারণ করেছেন তার বাইরে আমার কোন অনিষ্ট পৌছবে না। আর আপনি আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার নিকট ওহী পাঠালেন যে, হে আদম! আমি তোমার তওবা কবুল করে নিয়েছি এবং তোমার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়েছি। এই বাক্যে অন্য কেউ দুআ করলে তাকেও ক্ষমা করে দেব। তার সকল কাজের যিম্মাদার হয়ে যাব। সে দুনিয়া না চাইলেও দুনিয়া তার কাছে অপদস্থ হয়ে এসে পড়বে।[৬]

[রিওয়ায়াত:৭]

দারিদ্রতা এবং কবরের ভীতি ও অশান্তি থেকে যে নিরাপদ থাকবে

দায়লামী মুসনাদুল ফিরদাউসে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ كَانَ لَهُ أَنِيسًا فِي وَحْشَةِ الْقَبْرِ

যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার পাঠ করবে-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি সত্য সুস্পষ্ট প্রভু।

সে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবে এবং কবরের ভীতি ও অশান্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।[৭]

---

[6] . তাবরানী আউসাত, হাদীস:৫৯৭৪। ইবনে আবিদ দুনইয়া (রহ), কিতাবুল ইয়াকীন, রিওয়ায়াত:২৮।

[7] . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ:২৮০।

[রিওয়ায়াত:৮]

সূরা ইখলাস এর বরকত

ইমাম তাবরানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص] حِينَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ نَفَتِ الْفَقْرَ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَالْجِيرَانِ

যে ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করার সময় 'কুলহুআল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) পড়বে। তবে এই সূরা তার পরিবার ও তার প্রতিবেশীদের অভাব-অনটন দূর করে দিবে।[৮]

[রিওয়ায়াত:৯]

দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য যা যথেষ্ট হবে

ইমাম আহমদ উত্তম সনদে হযরত উবাই (রা) থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী (সা) কে বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি যদি আমার সব দুআ-দরূদ শুধু আপনার প্রতি দরূদ পাঠের মধ্যেই নির্ধারণ করে নেই তবে তা কেমন হবে? নবী (সা) বললেন-

إِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا هَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ

তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।[৯]

[রিওয়ায়াত:১০]

বাকী জীবনের প্রশস্ত রিযিকের জন্য

ইমাম তাবরানী আউসাতে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এই দুআ করেন-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي، وَانْقِطَاعِ عُمُرِي

হে আল্লাহ! আমাকে আমার বার্ধক্য ও শেষ জীবনে অধিকতর প্রশস্ত রিযিক দান করুন।[১০]

---

[8] . মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদীস:১৭০৭৫। তাবরানী কাবীর, হাদীস:২৪১৯।
[9] . মুসনাদে আহমদ, হাদীস:২১২৪২।
[10] . তাবরানী আউসাত, হাদীস:৩৬১১। আল মুস্তাদরাক হাকীম:১৯৮৭।

[রিওয়ায়াত:১১]

যা শত্রু থেকে রক্ষা করে এবং রিযিকের প্রাচুর্য আনে

ইমাম মুস্তাগফিরী তার দুআর গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করবে এবং তোমাদের রিযিকের প্রাচুর্য এনে দেবে। (আর তা হল) তোমরা তোমাদের দিনে ও রাতে (সবসময়) আল্লাহকে ডাকবে অর্থাৎ দুআ করবে। কেননা দুআই হলো মুমিনের অস্ত্র স্বরূপ।[১১]

[রিওয়ায়াত:১২]

ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর দুআ

হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযের পর পাঠ বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই পবিত্র রিযিক, উপকারী ইলম এবং কবুল হওয়ার মত আমল।[১২]

[রিওয়ায়াত:১৩]

জুমার নামাযের পর হযরত আনাস (রা) যে দুআ পড়তেন

ইমাম মুস্তাগফিরী হযরত (আনাস) ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জুমার নামায পড়ে বের হওয়ার সময় মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে এই দুআ পড়তেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আপনার ফরয আদায় করেছি। এখন আপনার নির্দেশ অনুযায়ী (রিযিকের জন্য) বের হচ্ছি। অতএব আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে রিযিক দান কর। কেননা আপনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১৩]

---

11 . আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস:২৫৩৫। মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস:১৮১২।
12 . মুসনাদে আহমদ, হাদীস:২৬৫২১। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস:৯২৫।
13 . তাফসীর কুরতুবী, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আর জুমুআ:১০।

[রিওয়ায়াত:১৪]

পুত্রের প্রতি হযরত নূহ (আ) এর শেষ ওসীয়ত

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে, বাযযার, হাকীম তার সহীহতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- হযরত নূহ (আ) মৃত্যুর সময় তার ছেলেকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমি তোমাকে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি-

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

কেননা এ দুটি হচ্ছে সকল জিনিসের তাসবীহ এবং এরই বরকত ও কল্যাণে রিযিক দান করা হয়।[১৪]

[রিওয়ায়াত:১৫]

যে তাসবীহ্‌র বরকতে সৃষ্টজীবের রিযিক লাভ হয়

ইমাম মুস্তাগফিরী হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- আমি কি তোমাদেরকে বলব না নূহ (আ) তার ছেলেকে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছেন- তুমি পড়বে-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

কেননা সকল সৃষ্টজীব এই তাসবীহ পাঠ করে এবং আর এর জন্যই সবাইকে রিযিক দেয়া হয়।

[রিওয়ায়াত:১৬]

এক ব্যক্তিকে রাসূলের উপদেশ

ইমাম মুস্তাগফিরী হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে অভাব-অনটনের অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ফেরেশতাদের দুআ এবং সৃষ্ট জীবের তাসবীহ পাঠ কর না কেন? তুমি নিম্নের কালিমা ফজরের সময় হওয়ার পর ফজরের নামাজের পূর্বে ১০০ বার পাঠ করবে। তাহলে দুনিয়া তোমার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে চলে আসবে-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীমি আস্তাগফিরুল্লাহ।

---

[14] .আদাবুল মুফরাদ, হাদীস:৫৪৮।

[রিওয়ায়াত:১৭]

হযরত উমর (রা) এর অভাব

ইমাম মুস্তাগফিরী হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদা হযরত উমর (রা) বিপদে পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিজের অনটনের কথা পেশ করেন এবং কিছু খেজুর প্রদানের জন্য বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে কিছু খেজুর প্রদানের ব্যবস্থা করে দেই। আর যদি ইচ্ছা হয় তবে কয়েকটি কালিমা শিখিয়ে দেই, যা তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম। তুমি বল-

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا ، وَلَا تُطمِعْ فِيَّ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي بِيَدِكَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বসা অবস্থায় ইসলামের দ্বারা হিফাযত করুন। শায়িত অবস্থায়ও ইসলামের দ্বারা হিফাযত করুন। আর কোন হিংসুক ও শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশি হওয়ার সুযোগ প্রদান করবেন না। আমি আপনার আশ্রয় চাই ঐ সমস্ত জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা আপনি নিজের আয়ত্তে রেখেছেন। আর আপনার হাতে যে কল্যাণ রয়েছে আমি আপনার নিকট তা প্রার্থনা করছি।[১৫]

[রিওয়ায়াত:১৮]

হযরত আলী (রা) কে শেখানো দুআ

ইমাম মুস্তাগফিরী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- তোমাকে রাখালসহ পাঁচশত বকরী প্রদান করা পছন্দ করবে নাকি পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দেওয়া পছন্দ করবে (যার দ্বারা তোমার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ হবে)। তুমি বল-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي خُلُقِي،وَلَا تَمْنَعْنِيْ مَمَّا قَضَيْتَ لِيْ بِهِ وَلَا تَذْهَبْ بِنَفْسِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّيْ

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করুন। আমার চরিত্র প্রশস্ত (উদার) করুন। আমার উপার্জনকে পবিত্র করুন। আমার তাকদীরে যা নির্ধারণ করেছেন তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আর যা আমার তাকদীরে নেই তার প্রতি আমার হৃদয়কে লালায়িত করো না।[১৬]

---

15 . সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদীস:৯৩৪। আল মুস্তাদরাক হাকীম, হাদীস:১৯২৪।

16 . হাদীসে আবী ফযল আয যুহরী, হাদীস:৫২৩। কানযুল উম্মাল, হাদীস:৫০৬১।

[রিওয়ায়াত:১৯]

হযরত ইসা (আ) তার সহচরদেকে যে দুআ শিক্ষা দিতেন

ইমাম বাযযার, হাকীম এবং বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীরে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বললেন, আমি কি তোমাকে শেখাব না যা আমাকে নবী (সা) শিখিয়েছেন এবং বলেছেন- হযরত ইসা (আ) আপন সহচরদেরকে এই দুআ শিক্ষা দিতেন। আর এই দুআর বৈশিষ্ট্য এই যে, তোমাদের কারো যিম্মায় যদি উহুদ পাহাড় পরিমান ঋনও থাকে তবুও আল্লাহ তাআলা তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন, দুআটি হলো-

اللَّهُمَّ كَاشِفَ الْكَرْبِ، مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِي، بِرَحْمَةٍ تُغْنِينِي بِهِمَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! বিপদ থেকে রক্ষাকারী! উদ্বিগ্ন ব্যক্তিদের আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী! দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমান এবং উভয় জগতে রহিমও বটে। তুমিই কেবল আমাকে দয়া করতে পার। যে দয়া আমাকে অপর সকলের অনুগ্রহ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে।

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আমাকে এই দুআ শিক্ষা দিলেন তখন আমি অনেক ঋণগ্রস্ত ছিলাম এবং এই কারণে বেশ চিন্তিত ছিলাম। কিছুদিন পরেই আল্লাহ তাআলা অনেক লাভবান করলেন। যার ফলে সব ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন- আমিও জনৈক মহীলার নিকট ঋণী ছিলাম। আর এজন্য তার নিকট লজ্জিত ছিলাম। এই দুআ পাঠ করার কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন প্রকার পরিত্যক্ত সম্পদ বা সাদকা ব্যতীতই জীবিকা দান করলেন। যার ফলে আমি ঋণ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি।[১৭]

[রিওয়ায়াত:২০]

দুশ্চিন্তা ও ঋণ পরিশোধের কার্যকর উপায়

ইমাম আবু দাউদ এবং বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীরে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আবু উমামা (রা) কে বিষণ্ন দেখে জিজ্ঞাস করেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভারে জর্জরিত হয়ে

[17] . মুসনাদ আল বাযযার, হাদীস:৬২। সহিহ হাকিম, হাদীস:১৮৯৮।

পড়েছি। রাসূলাল্লাহ (সা) বললেন, আমি তোমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি তা পাঠ করলে আল্লাহ তোমার সব দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন। তুমি বল-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই চিন্তা ও দুঃখ থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা ও আলস্য থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে এবং আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঋণের চাপ থেকে আর মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে।

আবু উমামা (রা) বলেন, অতঃপর আমি দুআগুলো পাঠ করা শুরু করি। যার ফলে আল্লাহ আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দূর করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন।[১৮]

[রিওয়ায়াত:২১]

উহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণও যেভাবে পরিশোধ হবে

ইমাম বায়হাকী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদা তার নিকট এক মুকাতিব গুলাম (অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তিতে আবদ্ধ) এসে বললেন, আমি একজন মুকাতিব গুলাম। আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কতক বাক্য শিখাব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) শিখিয়ে দিয়েছেন? যদি তোমার প্রতি উহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণও চেপে থাকে আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিবেন। তুমি বলবে-

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পক্ষ থেকে হালাল রিযিক দান করে হারাম রুজি থেকে রক্ষা করো এবং তোমার দয়া ও মেহেরবানীর সাহায্যে আমাকে তুমি ছাড়া অন্য সবার মুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করো।[১৯]

[রিওয়ায়াত:২২]

হযরত ফাতিমা (রা) কে শিখানো দুআ

ইমাম মুস্তাগফিরী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একবার হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতাদের আহার তো তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা। কাজেই তাদের

[18] . সুনানে আবু দাউদ, হাদীস:১৫৫৫। বায়হাকী-আদ দাওয়াতুল কাবীর, হাদীস:৩০৫।
[19] . বায়হাকী-আদ দাওয়াতুল কাবীর, হাদীস:৩০৩। জামে তিরমিযী, হাদীস:৩৫৬৩।

আহা-বিহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের তো পানাহারের প্রয়োজন রয়েছে। অতএব আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা কিভাবে হবে?

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন। ৩০ দিন যাবত মুহাম্মদ (সা) এর ঘরে আগুন জ্বলেনি অর্থাৎ কোন কিছু রান্না হয়নি। অবশ্য আমাদের নিকট কিছু বকরী এসেছে তুমি চাইলে তা থেকে পাঁচটি বকরী দিয়ে দেই। আর ইচ্ছা করলে তোমাকে এমন পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দেই, যা জিবরাইল (আ) আমাকে শিখিয়েছেন। তা হলো-

يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ، يَا آخِرَ الْآخِرِينَ، وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ، وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

হে প্রথমদের সর্বপ্রথম! হে শেষদের সর্বশেষ! হে মহাশক্তিমান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী! হে মিসকীনদের প্রতি দয়ার্দ্র। হে পরম করুণাময় ও দয়াবান (আমাদের দারিদ্রতার প্রতি দয়া কর)।[২০]

[রিওয়ায়াত:২৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে বিছানায় শুয়ে যে দুআ পড়তেন

২২.ইমাম আবু ইয়ালা হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে বিছানায় গিয়ে এই দুআ পড়তেন-

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، إِلهَ آدَمَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ

হে আল্লাহ! হে সপ্ত আকাশের রব। মহান 'আরশের রব। আদম (আ) এর রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব! হে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী! হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী! আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)।

হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না। আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না। আপনি সব কিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই। আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই। আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।[21]

---

[20]. কানযুল উম্মাল, হাদীস:৫০২৬। তাবরানী কিতাবুদ দুআ, হাদীস:১০৪৭।

[21]. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস:৪৭৭৪। জামে তিরমিযী, হাদীস:৩৪১৮।

[রিওয়ায়াত:২৪]

শয়নকালে দুআ ও তাসবীহে ফাতেমী পাঠ করা

ইমাম তাবরানী কাবীরে উত্তম সনদে সাহাবী কাইলাতাহ বিনতে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এশার পর বিছানায় শায়িত হয়ে নিম্নের দুআ পাঠ করতেন-

أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَشَرِّ مَا يَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَشَرِّ فِتَنِ النَّهَارِ وَشَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ،

آمَنْتُ بِاللهِ وَاعْتَصَمْتُ بِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ لِقُدْرَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَلَّ لِعِزَّتِهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَشَعَ لِمُلْكِهِ كُلُّ شَيْءٍ،

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَجَدِّكَ الْأَعْلَى، وَاسْمِكَ الْأَكْبَرِ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ، وَلَا فَاجِرٌ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْنَا نَظْرَةً مَرْحُومَةً، لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا، إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا فَقْرًا إِلَا جَبَرْتَهُ، وَلَا عَدُوًّا إِلَا أَهْلَكْتَهُ، وَلَا عُرْيَانًا إِلَا كَسَوْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَا قَضَيْتَهُ وَلَا أَمْرًا لَنَا فِيهِ صَلَاحٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَا أَنْطَيْتَنَاهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمَنْتُ بِاللهِ وَاعْتَصَمْتُ بِهِ

“আমি আল্লাহ তাআলার নিকট তার পরিপূর্ণ কালিমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে কোন ভাল মন্দ বেঁচে যেতে পারে না- আসমান থেকে অবতরণকারী ও আসমানে উড্ডয়নকারীর ক্ষতি হতে। যমীনের ভিতর জন্ম গ্রহণকারী ও যমীন ফেটে বহির্গমনকারীর ক্ষতি হতে। দিবসের ফিতনার অনিষ্ট থেকে এবং রাতের আগত ঘটনাবলীর অনিষ্ট থেকে তবে মঙ্গলময় ঘটনাবলী ব্যতীত।

আমি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি। আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার ইযযতের সামনে সবকিছু অপদস্থ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার মাহাত্মের সামনে সবকিছু অবনত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার রাজ্যের সামনে সবকিছু পরাজিত ও অক্ষম।

আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনার আরশের ইযযতের মাধ্যমে, আপনার কিতাবের চূড়ান্ত রহমতের মাধ্যমে। আপনার উচ্চ শানের মাধ্যমে এবং

আপনার পরিপূর্ণ কালিমা সমূহের মাধ্যমে যা কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না।

আপনি আমাদের প্রতি এমন রহমতের দৃষ্টি প্রদান করুন, যা আমাদের কোন গুনাহই ক্ষমা না করে, কোন অভাব দূর না করে, কোন শত্রুই ধ্বংস না হয়ে, কোন বিবস্ত্রকে পোষাক না পড়িয়ে, কোন ঋণগ্রস্থের ঋণ আদায় না করে এবং দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ আছে এমন কোন বিষয়ই দান না করে ছাড়ে না। হে দয়াময় ও দয়ালু। আমি আপনার উপর ইমান এনেছি এবং আপনার উপর ভরসা করেছি।"

এরপর তিনি ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতেন এবং বলতেন- একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) তার কাছে একজন খাদেম চাইলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বলে দিব কি, যা খাদেমের চেয়েও উত্তম। তিনি আরয করলেন, অবশ্যই বলে দিন। তখন তিনি এই তাসবীহগুলো ইশার পর পড়ার কথা বললেন।[২২]

[রিওয়ায়াত:২৫]

স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টির সাথে আশা জুড়ে দেয়ার ফল

ইবনে আসাকীর তার ইতিহাস গ্রন্থে হিশাম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন। একবার হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) অভাব ও সংকটে পড়লেন। তার জন্য হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা) পক্ষ থেকে বাৎসরিক এক লক্ষ দিরহাম নির্ধারণ ছিল। এক বৎসর তা না আসায় এ কারণে তিনি বেশ কঠিন সংকটের মধ্যে পড়ে গেলেন। অতঃপর নিরুপায় হয়ে আমির মুয়াবিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য দোয়াত ও কলম হাতে নিলেন। কিন্তু পরে বিরত রইলেন, আর লিখলেন না। সে রাতেই তিনি তার নানা নবী কারীম (সা) কে স্বপ্নে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞসা করলেন, তোমার কি খবর? তিনি বললে, ভাল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর তার সংকটের কথা জানালেন।

অতঃপর নবী (সা) বললেন-

يا بني هكذا من رجا الخالق ولم يرج المخلوق

হে বৎস! স্রষ্টাকে ছেড়ে যে সৃষ্টির সাথে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মিলিত করে তার এই অবস্থাই হয়।[২৩]

---

22 . তাবরানী কাবীর, ২৫ খণ্ড, হাদীস:৩।

23 . তারীখে দিমাশক, ১৩ খণ্ড, পৃ:১৬৫।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
রিযিক বৃদ্ধির আমল ও কর্ম

[রিওয়ায়াত:২৬]
আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي فِي أَجَلِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

যে লোক তার রিযিক প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[২৪]

[আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার উদ্যেশ্য হলো আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নেয়া, সাহায্য সহযোগিতা ও সেবা-শুশ্রুষা করা।]

[রিওয়ায়াত:২৭]
খাওয়ার আগে পরে হাত ধৌত করা

ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقِهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ

যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ তার রিযিক বৃদ্ধি করে দিবেন, তবে সে যেন খাবার আগে-পরে ওযু করে নেয়।[২৫]

ওযুর দ্বারা উদ্দেশ্য দুই হাত ধৌত করা।

[রিওয়ায়াত:২৮]
গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করা

ইমাম আব্দুর রাযযাক তার মুসান্নিফে জনৈক কুরায়শী ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট কেউ কাঠিন্য ও সংকীর্ণতার অভিযোগ করলে তিনি তার পরিবারের লোকদের নামায পড়ার তাকীদ করতেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

24 . সহিহ বুখারী, হাদীস:৫৫৫৯।
25 . সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস:৩২৬০।

তুমি তোমার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযিক চাই না, আমিই তোমাকে রিযিক দান করি। শুভ পরিনাম তো মুত্তাকী দের জন্য।-(সূরা ত্বাহা:১৩২)[২৬]

[রিওয়ায়াত:২৯]

পরিবার-পরিজনকে নামাযের তাকীদ করা

সাঈদ ইবনে মানসূর তার সুনানে, ইবনুল মুনযির তার তাফসীরে হযরত হামযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন-

كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نزلت بأَهْله شدَّة أَو ضيق أَمرهم بِالصَّلَاةِ وتلا {وَأمر أهلك بِالصَّلَاةِ} الْآيَة

নবী কারীম (সা) পরিবার-পরিজনদের উপর যখনই কোন সংকীর্ণতা অথবা জটিলতা দেখা দিত, তিনি তাদেরকে অধিক পরিমাণে নামায পড়ার তাকীদ করতেন এবং উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।[২৭]

[রিওয়ায়াত:৩০]

যে কোন সংকটে নামাযকে আঁকড়ে ধরা

ইমাম আহমদ কিতাবুয যুহুদে এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম তার তাফসীরে হযরত সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন– নবী (সা) যখন সংকীর্ণতার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি বলতেন,

يَا أَهْلَاهُ صَلُّوا، صَلُّوا

হে আমার পরিবারবর্গ! তোমরা নামায পড় এবং নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখ।

হযরত সাবিত (রা) আরো বলেন-

وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

সমস্ত নবীরই এই নীতি ছিল যে, কোন কারণে তারা হতবুদ্ধ হয়ে পড়লেই নামায শুরু করে দিতেন।[২৮]

[রিওয়ায়াত:৩১]

তাকওয়া অবলম্বন করা

ইমাম তাবরানী ও মিরদুইয়া হযরত মুয়ায (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি-

---

[26] . মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস:৪৭৪৪।
[27] . তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা ত্বাহা:১৩২।
[28] .যুহুদে আহমদ, রিওয়ায়াত:৪৯। তাফসীর ইবনে আবী হাতিম, হাদীস:১৩৫৯৩।

يَا أَيهَا النَّاس اتَّخذُوا تقوى الله تِجَارَة يأتكم الرزق بِلَا بضَاعَة ولاتجارة

হে লোক সকল! তোমরা তাকওয়াকে ব্যবসারুপে গ্রহণ করে নাও, তাহলে তোমরা ব্যবসা ও পুঁজি ছাড়াই রিযিক পাবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেবেন এবং তার ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করবেন।-(সূরা তালাক:২-৩)[২৯]

[রিওয়ায়াত:৩২]

সবার সব সমস্যা সমাধানে যা যথেষ্ট

ইমাম আহমদ (তার মুসনাদে), হাকীম তার সহীহতে এবং বায়হাকী শুআবুল ইমানে হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সব সংকট থেকে উত্তরণের) পথ করে দেবেন এবং তার ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করবেন।-সূরা তালাক:২-৩

তারপর বলেন-

يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ

হে আবু যার! সকল মানুষ যদি এই আয়াতের উপর আমল করত, তবে সবার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত।[৩০]

[রিওয়ায়াত:৩৩]

যে কারণে মানুষ রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়

ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

নিশ্চয়ই মানুষ তার গুনাহ্‌র কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।[৩১]

---

[29] . তাবরানী কাবীর, ২০ খণ্ড, হাদীস:১৯০। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ:৯৬।
[30] . মুসনাদে আহমদ, হাদীস:২১৫৫১। আল মুস্তাদরাক হাকীম, হাদীস:৩৮১৯।
[31] . মুসনাদে আহমদ, হাদীস:২২৩৮৬। নাসাঈ আস সুনানুল কুবরা, হাদীস:১১৭৭৫।

[রিওয়ায়াত:৩৪]

যখন আল্লাহ সব কাজের যিম্মাদার হয়ে যান

ইমাম ইবনে আবী হাতিম তার তাফসীরে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا

যে ব্যক্তি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হয়, আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজের যিম্মাদার হয়ে যান এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যার কল্পনাও সে করে না। আর যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার দিকে নিবিষ্ট হয়, আল্লাহ তাকে তার হাতেই সোপর্দ করেন।[৩২]

[32] . তাফসীর ইবনে আবী হাতিম, হাদীস:১৮৯১৩।